বিবর্তন
A Bengail News Fortnightly
19th year 20th ISSUE
1st February, 2019
(4)
BIBARTAN
বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২০ • ১৭ মাঘ ১৪২৫ • RNI No. - WBBEN / 2000 / 1671 • Postal Regn. No. N. P. D. / BKP / R. N. P. - 04 / 2019 - 2021

সুখচরে আই. এন. (INA) এর- লে: কর্নেল ডা: বি কে নন্দীর- র স্মৃতি চারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ জানুয়ারী ৭০তম প্রজাতন্ত্র দিবসে সুখচরে একটি অনুষ্ঠানে নেতাজী ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম সেনানী, পানিহাটির বাসিন্দা ডাক্তার বিনয় কুমার নন্দীর প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মরণানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি করার পিছনে টেলিগ্রাফ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বা যোগাযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন সুখচরের প্রবীণ বাসিন্দা প্রদীপ কুমার বোস ও শৌভিক ঘোষ। গত ২০ জানুয়ারী সর্বভারতীয় সংবাদপত্র দি টেলিগ্রাফ এ প্রকাশিত হয়েছে, আই এন এ লে: ক: বিকে নন্দী, পানিহাটির বাসিন্দা ছিলেন, ডাক্তার নন্দীর আই. এন. এ. সদস্য হিসাবে লালকেল্লায় তাঁর বিচার হয়।

এ ছাড়া আইএনএ-এর সংগ্রামে নেতাজীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাও প্রকাশিত হয়। সংবাদটি নেতাজী অ্যানিভারসারি স্পেশাল হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই অঞ্চলের অনেকের কাছে এই সম্পর্কের কথা অজানা। লালকেল্লায় বিচারের পরে ডাঃ নন্দী মুক্তি পান ১৯৪৬ সালে। এর পরে ডাঃ নন্দী পানিহাটির ডাক-ব্যাক এ যোগদান করেন। তার পরে ডাঃ নন্দী সুখচরে অ্যান্টিম্যালেরিয়া অ্যাসোশিয়েসন -এ ডাক্তার হিসাবে যোগদান করেন এবং সুখচর বাজারের নিকট রাজাবস্তিতে বি. টি. রোডের উপরে জগৎ গৌরী ক্লিনিক স্থাপন পরেন। ঐ সময়ে সুখচরের রাজা রোডে একটি বাড়ি তৈরী করে বেশ কিছু দিন বসবাস করেন। ঐ বাড়িটিতে বর্তমানে DRS Tech সংস্থা রয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি হয় সুখচর রাজা রোডে ডাক্তার নন্দীর একদা বাসস্থান অর্থাৎ DRS Tech—এর দপ্তরে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েক জন মানুষ যাঁরা ডাক্তার নন্দীকে চিকিৎসক হিসাবে চিনতেন এবং ডা: নন্দীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাদের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে ডাঃ নন্দী সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন—বিজয় ভূষণ দাস, গোবিন্দ লাল শেঠ, মানিক চক্রবর্তী, অবনী ঘোষ, অশোক দত্ত, শান্তনু সাঁতরা, দীপেন্দ্র নাথ দে, বরুণ কুমার সাঁতরা, পার্থ নাগ, কানাই দাস, বিবর্তন পত্রিকার সম্পাদক দীপক কুমার নাগ, দেবদাস পিল্লি, মদন মোহন চ্যাটার্জী, প্রদীপ কুমার বসু প্রমুখ। এছাড়া আর যারা উপস্থিত ছিলেন—সুদীপ্তা শেঠ, পবিত্র নন্দী, পিনাকি মুখার্জী, সঞ্জীব কুমার শ্রীমানী, বরুন রায়, অমিতাভ ঘোষ, দেবজ্যোতি শেঠ।

এই সভায় বক্তারা তাঁদের যে বক্তব্য পেশ করেছেন তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার, একজন আদর্শ চিকিৎসকের যে সব গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, সব গুলি তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। একাধারে তিনি ছিলেন মিতভাষী, কর্তব্যপরায়ণ, সহানুভুতিশীল, নীতিনিষ্ঠ, আত্মপ্রচার বিমুখ ও নির্লোভ।

পরিশেষে একটা কথা বলা অত্যুক্তি হবে না, এই সব সম্মিলিত গুণাবলি তাঁকে অনন্য সাধারণ করে তুলেছিল এবং তিনি সকলের কাছে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র ছিলেন ও সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই আদর্শবান ও মহান ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষার্থে কিছু একটা করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডঃ শেখর শেঠ।